OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 914 - 921
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বৈশেষিক শাস্ত্রে ‘বিশেষ’

প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্ত্তী
সহকারী অধ্যাপিকা
টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ
Email ID : priyankaruna94@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Nyāya, Vaiśeṣika, Viśeṣa, vyāvartaka, vyāvritta, padārtha, Dravya,

Abstract
In the Vaiśeṣika system the concept of ‘Viśeṣa’ or particularity is used to differentiate one eternal substance from another. While we typically distinguish objects based on their parts, quality or other attributes, this becomes challenging when dealing with two eternal, ultimate substances, as they are identical in every respect, much like two atoms of earth. However, there must be some distinguishing characteristics between them, otherwise, they would be indistinguishable. In this case, the distinguishing factor can not be a specific quality of the two atoms, as both are qualitatively identical (atom of the earth). Therefore, they do not differ in their inherent characteristics. It is also not due to any distinguishing feature of their parts, as atoms do not have parts. The differentiating factor must then lie in something else within each atom. To address this, vaiśeṣika introduces a category called particularity or Viśeṣa, which exists in all eternal substances and serve to distinguish them from one another. In Sanskrit Viśeṣa refers to any differentiator or a differentiating factor. All tables are recognized as tables because of the common essence of tableness inherent in them, which serves as a unifying principle. At the same time a table is distinguished from a chair by its unique tableness. In this case, universal (sāmānya) serves as both a unifier and a differentiating factor. Viśeṣa or particularity is fundamentally opposed to universal or Sāmānya as it exclusively serves as a differentiator. It distinguishes the substance in which it resides from other substances, and also differentiates itself from other Viśeṣa or particularity (svata-vyāvartaka). Each eternal entities atoms, souls, space, time and manas have their own particularities or Viśeṣa. The concepts of particularity or Viśeṣa represents the individuality of eternal entities. The system is named Vaiśeṣika due to its special emphasis on this category of Viśeṣa or particularity.

Discussion

বৈশেষিক পদার্থবাদী। পদার্থ বিচারই তাঁদের মুখ্য কর্তব্য। যে বিশেষ পদার্থটি এই প্রবন্ধের আলোচ্য তা বৈশেষিক দর্শনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষকে জানেন বা অধ্যয়ন করেন (বিশেষং বেত্তি অধীতে বা) এই অর্থে ‘বিশেষ’ পদের উত্তর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঠক্ প্রত্যয় করে বৈশেষিক পদ সিদ্ধ হয়। এই অর্থে বৈশেষিক পদটি বৈশেষিক দার্শনিককে বোঝায়। আর 'বৈশেষিক দর্শন' এরূপ শব্দ ব্যবহারস্থলে বিশেষ পদের উত্তর সংসৃষ্টার্থে ঠক্ প্রত্যয় করে যখন বৈশেষিক পদটি সিদ্ধ করা হয়, তখন বৈশেষিক দর্শন মানে বিশেষ পদার্থের সংসৃষ্ট দর্শন বা যে দর্শনের দ্বারা 'বিশেষ' পদার্থকে জানা যায় সেই দর্শন সুতরাং বৈশেষিক দর্শনে বিশেষের গুরুত্ব কতটা তা বলাই বাহুল্য। কেননা বৈশেষিক নামকরণটিই এসেছে বিশেষরূপ পদার্থকে স্বীকার করার ফলেই। তবে এই 'বিশেষ' পদার্থকে অন্য কোন দর্শন সম্প্রদায় স্বীকার করেননি। কোন কোন নব্যনৈয়ায়িকও এর বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনে যাঁরা বিশেষকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করেছেন, সেই স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট ও বিশেষের অস্তিত্বসাধক যুক্তিগুলি জানবার ইচ্ছায় এই প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে।

বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' এর গুরুত্ব এতটাই যে এই পদার্থ ব্যাতিরেকে বৈশেষিক দর্শনের অস্তিত্বই থাকে না। বলাই বাহুল্য যে, এই বিশেষ নামক পদার্থকে স্বীকার করার জন্যই এই দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন। ফলতঃ ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ বিশেষকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু আয়াস সাধন করেছেন।

বৈশেষিক দর্শনে সাত প্রকার পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। তার মধ্যে পঞ্চম পদার্থ 'বিশেষ' একটি অভিনব পদার্থ। কেননা অন্য কোন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এই পদার্থকে স্বীকার করেননি। মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে কোথাও বিশেষের উল্লেখ না করলেও মহর্ষি বাৎস্যায়ন তাঁর ন্যায়ভাষ্যে বিশেষকে প্রমেয় রূপেই গণ্য করেছেন। পরবর্তীকালে ন্যায়াচার্যগণ স্বমর্যাদা সহকারে বিশেষকে পদার্থের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্যের পর পঞ্চম পদার্থ হল বিশেষ। এই বিশেষ নিত্যদ্রব্য সমূহে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। নিত্য দ্রব্য অনন্ত সংখ্যক হওয়ায় তাতে স্থিত বিশেষও অনন্ত। এই বিশেষ নিত্য দ্রব্যগুলিকে একে অপরের থেকে ব্যাবৃত্ত করে। ব্যাবৃত্তির জন্যই 'বিশেষ' নামক পদার্থটিকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, ব্যাবৃত্তির জন্য পৃথক একটি পদার্থ স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? পদার্থের গুণ, ধর্ম প্রভৃতি বিশেষণই তো একটি পদার্থকে অপর পদার্থ থেকে ব্যাবৃত্ত করতে পারে, সেখানে 'বিশেষ' নামক পৃথক একটি পদার্থ স্বীকার করলে তো গৌরব অবশ্যম্ভাবী, অথচ ভারতীয় দর্শন তো লাঘবে বিশ্বাসী। এই প্রকার আপত্তির সমাধানের জন্য কেন 'বিশেষ' নামক পদার্থকে স্বীকৃত হয়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিশেষ স্বীকারের যুক্তি : সাধারণত একটি বস্তুকে আমরা অপর একটি বস্তু থেকে পৃথক করি সেই বস্তুর বিশেষ আকৃতি, বিশেষ গুণ, বিশেষ প্রকার ক্রিয়া প্রভৃতির দ্বারা। ঘটপটাদি দ্রব্য সমূহ স্বগত ধর্ম, আকৃতি ইত্যাদির দ্বারা পরস্পর ব্যাবৃত্ত হতে পারে বলে এইসব বিভিন্ন পদার্থের ভেদক হতে পারে স্ব-স্ব ধর্ম, বিশেষ আকৃতি প্রভৃতি। আবার সজাতীয় ঘটদ্বয়ের ক্ষেত্রে ঘটগুলি নিজ নিজ অবয়বের দ্বারা পরস্পর ব্যাবৃত্ত হতে পারে বলে এক্ষেত্রে ব্যাবর্তক বা ভেদক হবে ঘট গুলির অবয়ব। একইভাবে ঘটাদি থেকে শুরু করে দ্ব্যণুক পর্যন্ত সকল সাবয়ব পদার্থগুলি নিজ নিজ অবয়বের দ্বারা ভিন্ন হয়ে যায়। একটি পার্থিব ও একটি জলীয় পরমাণুও যে ভিন্ন তাও সিদ্ধ করা যেতে পারে সেই সেই পরমাণুগত গন্ধ, শীতস্পর্শ প্রভৃতি গুণের দ্বারা, কেননা এক্ষেত্রে পরমাণুগত গন্ধ, শীতস্পর্শ প্রভৃতি গুণগুলি ভেদক বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল দুটি সজাতীয় পরমাণুদ্বয়ের অর্থাৎ দুটি পার্থিব কিংবা দুটি জলীয় কিংবা দুটি তৈজস অথবা দুটি বায়বীয় পরমাণুর ভেদক কে হবে? এটাই মুখ্য প্রশ্ন।

বিষয়টি এই রকম – জাতি, গুণ, ক্রিয়া, অবয়ব প্রভৃতি ভেদকের দ্বারা অনিত্য দ্রব্যদ্বয়ের ভেদ অনায়াসে সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল দুটি তুল্যজাতি, তুল্যগুণ, তুল্যক্রিয়াবিশিষ্ট পরমাণুদ্বয়ের অথবা বিশেষগুণরহিত মুক্ত আত্মদ্বয়ের অথবা মনোদ্বয়ের ভেদক কে হবে? অথচ সেক্ষেত্রে কোনরূপ ভেদক নেই এমনটাও বলা যায় না। কেননা আমাদের থেকে সর্বাংশে উৎকৃষ্ট যোগীগণের এইসকল সমানজাতীয় গুণক্রিয়াবিশিষ্ট পরমাণুসমূহে, মুক্ত আত্মসমূহে এবং মনঃসমূহে বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। তাই ভেদক তো অবশ্যই আছে কেননা ভেদক ব্যতিরেকে ভেদ প্রতীতি সম্ভব নয়। ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ বলবেন এই ভেদক বা ব্যাবর্তকই হল বিশেষ – যার দ্বারা প্রত্যেকটি নিত্যদ্রব্য একে অপরের থেকে ভিন্ন বলে গণ্য হতে পারে। সুতরাং প্রথমত, ভেদক ধর্মরূপে বিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্বিতীয়ত, যোগীগণের প্রত্যভিজ্ঞার কারণরূপেও বিশেষ পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে। যোগীগণের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বর্তমান পরমাণুসমূহে 'এই সেই পরমাণু' রূপে প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয়। বিশেষ স্বীকৃত না হলে অতিসূক্ষ্ম পরমাণুতে এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা কখনই সম্ভব নয়, তাই বিশেষ স্বীকার আবশ্যক।

আচার্য প্রশস্তপাদকে অনুসরণ করে উদয়নাচার্যও তাঁর কিরণাবলী গ্রন্থে বিশেষ স্বীকৃতির স্বপক্ষে যুক্তি প্রকাশ করে বলেছেন –

> "নিত্যেষু তু দ্রব্যেষু আশ্রয়রহিতেষু সমানজাতীয়েসু সমানগুণকর্মসু চ ভবিতব্যং ব্যাবর্তকেন কেনচিদ্ধর্মেন ব্যাবৃত্তত্বাৎ।"[১]

অর্থাৎ দ্ব্যণুকাদি অনিত্যদ্রব্যস্থলে পরমাণু ইত্যাদি আশ্রয়ের দ্বারা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি উৎপন্ন হতে পারে সেক্ষেত্রে আশ্রয়াদির অতিরিক্ত বিশেষ পদার্থ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আশ্রয়রহিত সমান জাতীয় এবং সমানগুণকর্মবিশিষ্ট নিত্যদ্রব্যসমূহের কোনও ব্যাবর্তক বা ভেদক ধর্ম অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সেই ভেদক ধর্মই হল বিশেষ।

বিশেষ পদার্থের লক্ষণ : বিশেষ পদার্থের নানা লক্ষণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তবে সর্বপ্রথম বিশেষ পদার্থের লক্ষণ দিয়েছেন আচার্য প্রশস্তপাদ তাঁর পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থে যদিও তার বহুপূর্বে মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিকসূত্র গ্রন্থে বিশেষের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে – "অন্যত্রান্তেভ্যো বিশেষেভ্যঃ"[২] যার অর্থ হল অন্যত্র যা (সামান্যবিশেষ) নিরূপিত হয়েছে তা হতে অন্ত্যবিশেষসমূহ ভিন্ন।

বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' শব্দটি দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এক অর্থে বিশেষ সামান্য বা জাতির অন্তর্গত অপর জাতি, অন্য অর্থে 'বিশেষ' হল কেবল ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির হেতু অর্থাৎ একটি নিত্যদ্রব্যকে অপর নিত্যদ্রব্য হতে ব্যাবৃত্তকারী বিশেষ। জাতি প্রধানত দুই প্রকার (যদিও কখনো কখনো জাতিকে তিন প্রকারও বলা হয়ে থাকে) –পরসামান্য বা কেবলসামান্য যেমন – সত্তা জাতি। সত্তাজাতি কেবল অনুগত প্রতীতির জনক হওয়ায় সত্তাজাতিকে পরসামান্য বা কেবলসামান্যও বলা হয়ে থাকে। অপরদিকে সামান্যবিশেষ জাতি বা অপরজাতি যেমন – দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতি। দ্রব্যত্বাদি জাতি যেমন অনুগত বুদ্ধির জনক হয় তেমনই আবার ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিরও জনক হয়ে থাকে। তাই এই জাতিকে সামান্যবিশেষও বলা হয়েছে। মহর্ষি কণাদোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা যায়, পঞ্চম পদার্থরূপে যে বিশেষের নিরূপণ করা হয়েছে তা জাতিরূপ বিশেষ থেকে ভিন্ন। ভাষ্যকার অন্ত্য পদটিরও বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেখানে 'অন্ত্য' বলতে শেষ বা চরম ভেদককে বুঝতে হবে।

পদার্থধর্মসংগ্রহে আচার্য প্রশস্তপাদ বিশেষের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন এইভাবে –

> "নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োন্ত্যা বিশেষাঃ। তে চ খল্বত্যন্তব্যাবৃত্তিবুদ্ধিহেতুত্বাবিশেষাঃ এব।"[৩]

অর্থাৎ অন্ত্যবিশেষসমূহ নিত্যদ্রব্যে বৃত্তিমান। এই বিশেষ অত্যন্ত ব্যাবৃত্তির কারণ হওয়ায় সামান্য নয়।

লক্ষ্যণস্থ 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তি' পদটি আশ্রয়সূচক এবং বহুবচনান্ত 'বিশেষা' পদটি লক্ষ্যসূচক। আচার্য্য 'বিশেষা' এই বহুবচনের দ্বারা লক্ষ্যকে সূচিত করায় বুঝতে হবে বিশেষ অনন্তসংখ্যক বা বহুসংখ্যক। পদ্মনাভ মিশ্র তৎপ্রণীত 'সেতু' টীকাতে লক্ষণোক্ত 'বিশেষা' পদটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন -

> "অত্র বিশেষাঃ ইতি বহুবচনেন বিনা বাধকম্ অসঙ্কুচিতেন আনন্ত্যং বিবক্ষিতম"[৪]

অর্থাৎ 'বিশেষাঃ' এই বহুবচনের দ্বারা বাধকহীনভাবে এবং অসঙ্কুচিতরূপে বিশেষ পদার্থের সংখ্যার আনন্ততা বিবক্ষিত হয়েছে।

লক্ষণস্থ 'বৃত্তি' পদের দ্বারা সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্বকেই বুঝতে হবে। প্রত্যেকটি বিশেষ পদার্থ তার আশ্রয় নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। একটি বিশেষ কখনো দুটি নিত্যদ্রব্যে থাকে না, যেমন - দেবদত্তের আত্মাতে যে বিশেষ থাকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যজ্ঞদত্তের আত্মাতে সেই বিশেষ থাকে না। যদি দুটি নিত্যদ্রব্যে কোন একটি বিশেষ থাকতো তাহলে তা বিশেষ না হয়ে সামান্যই হত।

ভাষ্য নির্দেশিত 'অন্ত্যা' পদটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ কেননা 'অন্ত্যা' পদটি লক্ষণনির্দেশক। 'অন্ত্যা' পদটির সাধারণ অর্থ হল যা অন্তে বা অবসানে থেকে ব্যাবর্তক হয় অর্থাৎ বলা যায় যার আর কোনো ব্যাবর্তক নেই, যা নিজেই নিজের দ্বারা ব্যাবৃত্ত তাই হল অন্ত্য। বিশেষ পদার্থের পরীক্ষাপ্রকরণে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন –

"অন্তেষু ভবা অন্ত্যাঃ স্বাশ্রয়বিশেষকত্বাদ্বিশেষাঃ"[৫],

অর্থাৎ অন্তে থাকে যারা তারা অন্ত্য, তারা নিজেদের আশ্রয়কে বিশেষিত বা ব্যাবৃত্ত করে বলে তাদের নাম বিশেষ।

আবার 'অন্ত্য' পদের অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন - "বিনাশারম্ভরহিতেষু নিত্যদ্রব্যেষু অন্বাকাশ কালদিগাত্মমনসসু প্রতিদ্রব্যমেকৈকশো বর্তমানাঃ"[৬] অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে 'অন্ত্য' পদের অর্থ হল বিনাশ ও আরম্ভরহিত। এখন বিনাশ ও আরম্ভরহিত হল পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন প্রভৃতি নিত্যদ্রব্য। সাধারণভাবে 'অন্ত্য' বলতে আমরা বুঝি শেষ। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে কার শেষ? উত্তর হবে - বিনাশ ও আরম্ভের শেষ। সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, যার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় তার উৎপত্তি বা বিনাশের শেষে যা বর্তমান থাকে তাই হল 'অন্ত্য' অর্থাৎ নিত্যদ্রব্য।

আবার জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রশস্তপাদাচার্য নির্দেশিত 'বিশেষ' লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন - অন্ত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ হল চরম বিশেষ অর্থাৎ যার অপেক্ষায় আর বিশেষ বা ব্যাবর্তক ধর্ম থাকতে পারে না। যা নিজেই অন্য কোনো ভেদকের সাহায্য ব্যতিরেকে অপরের থেকে ভিন্ন। এই রূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করলে 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'স্বতোব্যাবৃত্তত্ব'। স্বতোব্যাবৃত্তত্বের অর্থ হল - যা অপর কোন ভেদকের অপেক্ষা না রেখেই ব্যাবৃত্ত। বিশেষ 'স্বতোব্যাবৃত্ত' কেননা বিশেষ নিজেই নিজের দ্বারা অপরের থেকে ভিন্ন। সকল বৈশেষিকাচার্যই এই 'স্বতোব্যাবৃত্তত্ব'কেই বিশেষের স্বরূপ বলেছেন।

'স্বতোব্যাবৃত্ত' পদটির অর্থ হল - "স্বপ্রযোয্যস্বনিষ্ঠস্বসজাতীয়প্রতিযোগিকভেদবত্ত্ব"[৭] অর্থাৎ বিশেষনিষ্ঠ ভেদটি স্ব দ্বারা অর্থাৎ বিশেষ দ্বারা প্রযোজ্য। আর সেই বিশেষে অপর বিশেষের ভেদ থাকে বলে সেই ভেদটি স্বনিষ্ঠ এবং স্ব অর্থাৎ সেই বিশেষের সজাতীয় হল অপরবিশেষ, তার প্রতিযোগিক হল উক্ত ভেদটি। এই স্বপ্রযোজ্য স্বনিষ্ঠ স্বজাতীয় প্রতিযোগিক ভেদ কেবলমাত্র বিশেষেই থাকে, অন্য কোনো পদার্থে থাকে না বলে বিশেষ স্বতোব্যাবর্তক। তবে স্বতোব্যাবৃত্তত্বের উপরোক্ত অর্থে অতিব্যাপ্তি দোষ দেখানো হয়েছে। বলা হয় ঘট অন্য ঘট থেকে ভিন্ন তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটহেতুক। এই অনুমিতিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটরূপ হেতুটি ঘটরূপ পক্ষে একাসনে থাকে। আবার সাধ্য ঘটান্তরের ভেদত্ত পক্ষীভূত ঘটে আছে, অতএব স্বনিষ্ঠে, স্বপ্রযোজ্য স্বজাতীয় প্রতিযোগিক ভেদ ঘটেও আছে কিন্তু ঘট তো আর স্বতোব্যাবৃত্ত নয়। সুতরাং স্বতোব্যাবৃত্তের উক্ত লক্ষণটি ঘটে অতিব্যাপ্ত হয়। এই অতিব্যাপ্তি দূর করতে স্বতোব্যাবৃত্তত্বের পরিষ্কৃত অর্থ করা হয়েছে –

"স্বভিন্নলিঙ্গজন্যস্ববিশেষ্যকস্বসজাতীয়েতরভেদানুমিত্যবিষয়ত্বম"[৮]

অর্থাৎ যাতে স্বভিন্ন লিঙ্গের বা হেতুর দ্বারা স্বসজাতীয় অন্যের ভেদের অনুমিতি হয় না, অর্থাৎ বিশেষ স্বতঃই ভিন্ন। বিশেষে কোনো ভেদক ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, এইজন্য একটি বিশেষে অন্য বিশেষের ভেদের অনুমিতি বিশেষে ভিন্ন কোনো হেতুর দ্বারা হয় না। এই বিশেষটি অন্য বিশেষে থেকে ভিন্ন নিজ হেতুক (অয়ং বিশেষঃ বিশেষান্তরভিন্নঃ স্বস্মাৎ)। সুতরাং বিশেষ নিজের আশ্রয়ভূত নিত্যদ্রব্যটিকে সজাতীয় অন্য নিত্যদ্রব্য হতে ব্যাবৃত্ত করে, একই সঙ্গে অন্য দ্রব্যে স্থিত বিশেষ থেকেও নিজেকে ব্যাবৃত্ত করে। তাই বিশেষ পদার্থ হল স্বতোব্যাবৃত্ত।

প্রশস্তপাদাচার্য্য প্রদত্ত লক্ষণটিতে "তে চ খলু অত্যন্ত ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিহেতুত্বদ্ধিশেষা এব"[৯] – এই অংশটির ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার উদয়ানাচার্য বলেছেন - বিশেষসমূহ অত্যন্ত ব্যাবৃত্তি বুদ্ধির কারণ হওয়ায় তা বিশেষই হবে কখনোই সামান্য হবে না। এবং তার ফলে বিশেষের লক্ষণটিকে আচার্য উদয়ন নিরূপণ করেছেন এইভাবে – "এক দ্রব্যাঃ স্বরূপসত্তইতি"[১০] – অর্থাৎ যা একদ্রব্যমাত্রবৃত্তি এবং স্বরূপতঃই সৎ অর্থাৎ সত্তারূপ জাতির আশ্রয়স্বরূপ সৎ এমনটা নয়, তাই বিশেষ। আচার্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বর্ধমান উপাধ্যায় তাঁর কিরণাবলী প্রকাশ গ্রন্থে বিশেষ পদার্থের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন এইভাবে – "নিঃসামান্যত্বে সতি একদ্রব্যমাত্রবৃত্তিত্বম"[১১] অর্থাৎ যা সামান্যবর্জিত হয়ে কেবল এক একটি দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাই বিশেষ।

এই একদ্রব্যমাত্রবৃত্তিত্বের কথা কন্দলীকার শ্রীধরাচার্যও তাঁর বিশেষের লক্ষণে বলেছেন – "নিত্যদ্রবৈকবৃত্তিত্বং বিশেষত্বম"[১২] অর্থাৎ যা একটিমাত্র নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাই বিশেষ।

আবার বল্লভাচার্য তাঁর ন্যায়লীলাবতী গ্রন্থে বিশেষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন – "এক দ্রব্যাঃ স্বভাবসন্তো বিশেষাঃ"[১৩] যা এক একটি দ্রব্যেই বর্তমান এবং স্বরূপত বিদ্যমান, তাই হল বিশেষ। লক্ষণান্তর্গত 'স্বভাবসন্তো' পদটির অর্থ হল সত্তাশূন্য। ন্যায়বৈশেষিক মতে, সত্তাজাতি কেবল দ্রব্য, গুণ, কর্মে থাকে; সামান্য বিশেষাদি পদার্থে থাকে না। সুতরাং বিশেষ পদার্থ সত্তাজাতিশূন্য। এই কারণে হয়ত শংকর মিশ্র তাঁর ন্যায়লীলাবতী গ্রন্থে বলেছেন – "নিঃসামান্যত্বে সতি একৈক দ্রব্যমাত্রবৃত্তিত্বং বিশেষত্বম ইতি ভাব"[১৪] অর্থাৎ নিঃসসামান্যরূপে বা সামান্যহীন হয়ে একটি মাত্র দ্রব্যে বৃত্তিত্বই হল বিশেষের লক্ষণ। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে, তা হল – বিশেষ জাতির আশ্রয় হবে না কেন? বিশেষে বিশেষত্ব জাতি স্বীকারে অসুবিধা কোথায়? উত্তরে বলা হয় বিশেষে যদি বিশেষত্ব জাতি স্বীকৃত হয়, তাহলে বিশেষের 'স্বতোব্যাবৃত্তত্ব' স্বরূপের হানি হয়, কারণ কোন জাতিমান পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্ত হতে পারে না। বিশেষ নামক পঞ্চম পদার্থে জাতির বাধক হয় রূপহানি বা স্বরূপের হানি। এইজন্য বিশেষে বিশেষত্ব কিংবা অন্য কোনো জাতি স্বীকৃত হয়নি।

এখন, আরও কয়েকটি প্রধান লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। শিবাদিত্য মিশ্র প্রণীত 'সপ্তপদার্থী' গ্রন্থেও বিশেষ পদার্থ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বিশেষ পদার্থের নিরূপণ প্রসঙ্গে শিবাদিত্য মিশ্র বলেছেন – "বিশেষাস্তু যাবন্নিত্যদ্রব্যবৃত্তিত্বাৎ অনন্তা এব"[১৫] অর্থাৎ বিশেষসমূহ যাবতীয় নিত্য দ্রব্য বর্তমান থাকায় অনন্ত সংখ্যক। বিশেষের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে শিবাদিত্য মিশ্র বলেছেন – "বিশেষাস্তু সামান্যরহিত একদ্রব্যবৃত্তিঃ"[১৬] অর্থাৎ বিশেষ পদার্থ সামান্য বা জাতিরহিত এবং একটি মাত্র দ্রব্যবৃত্তি।

আচার্য বরদরাজ একই ভাবে তাঁর তার্কিকরক্ষা গ্রন্থে বিশেষ পদার্থের লক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন – "অজাতিরেকবৃত্তিশ্চ বিশেষ ইতি শিষ্যতে"[১৭] – অর্থাৎ জাতিশূন্য হয়ে যে পদার্থ একটি মাত্র দ্রব্যবৃত্তিমান তাই বিশেষ।

আচার্য কেশর মিশ্র আবার ভিন্নভাবে তর্কাভাষা গ্রন্থে বিশেষ পদার্থের লক্ষণ নির্ণয় করে বলেছেন – "বিশেষা নিত্য নিত্যদ্রব্যবৃত্তিঃ"[১৮] অর্থাৎ বিশেষ পদার্থ স্বয়ং নিত্য এবং তা নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান।

আবার তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত বিশেষ পদার্থের নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন – "নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো বিশেষাস্তুনন্তা এব।"[১৯] বিশেষ নামক পদার্থটি নিত্যদ্রব্যসমূহে থাকে। নিত্যদ্রব্য অনন্তসংখ্যক হওয়ায় বিশেষও অনন্ত। নিত্যদ্রব্য হল ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুতের উৎপাদক পরমাণুসমূহ, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। এদের মধ্যে আকাশ, কাল, দিক এই দ্রব্যগুলি এক একটি হওয়ায় এদের তিনটিতে তিনটি বিশেষ থাকবে। কিন্তু ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুতের উৎপাদক পরমাণুসমূহ অসংখ্য। আবার আত্মা ও মন সংখ্যাতীত। সুতরাং বিশেষও অসংখ্য। তবে "নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো বিশেষাস্তুনন্তা এব"[২০] এইটুকুই বিশেষের লক্ষণ বললে লক্ষণে 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো' পদটি থাকার দরূণ লক্ষণটি আত্মত্ব ও মনস্তে অতিব্যাপ্ত হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অন্নংভট্টসম্মত বিশেষ পদার্থের লক্ষণ করতে হবে – **"**আত্মত্ব মনস্তভিন্ন নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো ব্যাবর্তকা বিশেষাঃ**"**[২১] (তর্কসংগ্রহ পদকৃত্য টীকা)। এই বিশেষ পরসামান্য বা সত্তাজাতির সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব পরসামান্য কেবল অনুগত প্রতীতির জনক হয়, অপরদিকে বিশেষ বিপরীতভাবে কেবল ব্যাবৃত্তি প্রতীতিরই জনক হয়। তাই তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট গ্রন্থের শেষভাগে আবার বিশেষ পদার্থের লক্ষণ করেছেনে এইভাবে – "নিত্যদ্রব্যবৃত্তায়ো ব্যাবর্ত্তকা বিশেষাঃ।"[২২] ব্যাবর্তক শব্দের অর্থ হল ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিমাত্রের কারণতা, নিত্যদ্রব্য বৃত্তিমান বিশেষ কেবল ব্যাবৃত্তি বুদ্ধির কারণ হয়।

আচার্য্য বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে বিশেষ পদার্থের লক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন – "অন্ত্যে নিত্যদ্রব্যবৃর্ত্তিবিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"[২৩] আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেছেন অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যে বৃত্তিমান পদার্থই বিশেষ। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে তিনি অন্ত্য পদের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন – "অন্তে অবসানে বর্ত্ততঃ ইত্যন্ত যদপেক্ষয়া বিশেষা নাস্তীত্যর্থ্যঃ"[২৪] – এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অন্ত্য শব্দের অর্থ হল বিশেষান্তররহিত বা বলা যায় যাতে বিশেষ অপেক্ষা অন্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোনো ভেদক ধর্ম নেই, একমাত্র বিশেষই ভেদক। আচার্য্য বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকাতে বলেছেন – "স তু স্বতো এব ব্যাবৃত্ত তেন তত্র বিশেষান্তর নাস্তীত্যর্থঃ"[২৫] অর্থাৎ বিশেষ পদার্থ হল স্বতোব্যাবৃত্ত, তাঁর ব্যাবৃত্তিতে অন্য কোন বিশেষের অপেক্ষা নেই, এইভাবে আচার্য্যগণ বিশেষ পদার্থের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন।

বিশেষ পদার্থ বিষয় প্রমাণ : দার্শনিকগণ বলেন, – "লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধি" অর্থাৎ লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারা বস্তুর নিশ্চয় হয়, লক্ষণের দ্বারা বস্তুর অসম্ভবনাবুদ্ধি দূর হয়। তাই লক্ষণের পর বস্তু সিদ্ধিতে প্রমাণ দেওয়াই রীতি। তাই বিশেষ পদার্থ পদার্থ বিষয়ক লক্ষণ আলোচনা করার পর প্রমাণের দ্বারা বিশেষের সিদ্ধি প্রসঙ্গটি আলোচিত হবে।

বিশেষ পদার্থ বিষয়ে প্রমাণ হল যোগীর প্রত্যক্ষ এবং অযোগীর অনুমান। যোগীগণ এক পরমাণুতে একটি বিষয় অপর পরমাণুতে অপর ভিন্ন বিশেষ প্রত্যক্ষ করে দুইটি পরমাণুর পরস্পর ভেদ প্রত্যক্ষ করতে পারেন। তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কখনই অসীম ক্ষমতাশীল যোগীগণের মতো বিশেষের প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নয়। তাই বলা যায়, যোগীগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বিশেষের সিদ্ধি করতে পারলেও অযোগীগণের পক্ষে বিশেষ সিদ্ধির একমাত্র উপায় হল অনুমান।

আপত্তি উঠতে পারে, পরমাণু অতীন্দ্রিয় সেই অতীন্দ্রিয় পরমাণুতে ভেদবুদ্ধি স্বীকারের প্রয়োজন কী? আমরা বলতে পারি অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমূহ ভেদবুদ্ধির বিষয়ই হতে পারে না। উক্ত আপত্তির সমাধানে ব্যোমশিবাচার্য একটি অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করে দেখিয়েছেন যে, অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমূহও আমাদের ভেদবুদ্ধির বিষয় হতে পারে, অনুমানটি এইরূপ – "পরমাণ্বাদ্বয়ঃ ব্যাবৃত্তজ্ঞানবিষয়াঃ দ্রব্যত্বাৎ গবাদিবৎ"[২৬] অর্থাৎ পরমাণুসমূহ ব্যাবৃত্তিজ্ঞানের বিষয় হয় যেহেতু সেগুলি দ্রব্য যেমন –গবাদি। শুক্লবর্ণবিশিষ্ট হওয়ায় দরুন বা শীঘ্রগতি নিমিত্ত কিংবা মহাঘন্টারূপ সংযোগীনিমিত্ত যেমন প্রতিটি গবাদিরূপ দ্রব্য একে অপরের থেকে ভিন্ন তেমনই সমান জাতি, গুণ, ক্রিয়াবিশিষ্ট পরমাণুগুলিও দ্রব্য হওয়ায় কোনও না কোনও ভেদক নিমিত্ত একে অপরের থেকে ভিন্ন বা যথার্থ ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির বিষয়, ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন এই ভেদকই হল 'বিশেষ'।

ন্যায়লীলাবতীতে প্রদত্ত বিশেষসাধক অনুমানটি হল – **"সমানজাতিগুণকর্মাণঃ** পরমানবঃ ব্যাবর্তকধর্মসম্বন্ধিনঃ যথার্থব্যাবৃত্তজ্ঞানবিষয়াত্বাদ ঘটাদিবৎ"[২৭] - অর্থাৎ সমান জাতি গুন ক্রিয়া বিশিষ্ট পরমাণুসমূহ অবশ্যই ব্যাবর্তকধর্মযুক্ত যেহেতু তারা যথার্থ ব্যাবৃত্তজ্ঞানের বিষয়; যেমন ঘট, আর সেই ব্যাবর্তক ধর্ম বা ভেদক ধর্মই হল বিশেষ যার দ্বারা প্রত্যেকটি পরমাণু একে অপরের থেকে ভিন্ন, ব্যোমশিবাচার্য্য ও অনুরূপ অপর একটি অনুমান প্রদর্শন করে বিশেষকে সাধন করেছেন। অনুমানটি হল এইরূপ - "সমানজাতিগুণক্রিয়াধারা পরমানবঃ বিশেষসম্বন্ধিনো ব্যাবৃত্তবুদ্ধি বিষয়াত্বাদ"[২৮] - অর্থাৎ সমান জাতি, গুণ, ক্রিয়ার আশ্রয় পরমাণুসমূহ বিশেষ সম্বন্ধী যেহেতু তারা ব্যাবৃত্তবুদ্ধির বিষয়। এইভাবে আচার্য্যগণ অনুমানপ্রমানের দ্বারা বিশেষের সাধন করেছেন। দুটি স্বজাতীয় পরমাণু অতিরিক্ত অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও ন্যায়বৈশেষিক বিশেষ স্বীকার করে থাকেন।

বিশেষ স্বীকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র : ন্যায়বৈশেষিক মতে নিত্যদ্রব্য নয় প্রকার - ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুতের উৎপাদক পরমাণুসমূহ এবং আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, ও মন। স্বজাতীয় পরমাণুগুলিকে একে অপরের থেকে ব্যাবৃত্তির জন্য পরমাণুসমূহে বিশেষ স্বীকৃত হয়েছে। সংসারদশায় জ্ঞান, সুখদুঃখাদির বৈলক্ষণ্যের দ্বারা বদ্ধ আত্মার ভেদসিদ্ধি সম্ভব হলেও মুক্ত আত্মাদ্বয়ের পরস্পর ভেদসিদ্ধির জন্য বিশেষের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি মনের পারস্পরিক ভেদসিদ্ধির জন্য বিশেষ আবশ্যক।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, পরমাত্মা বা ঈশ্বরও তো নিত্যদ্রব্য, তাহলে ঈশ্বরেও কি বিশেষ স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে? উত্তরে বলা যায় এই বিষয়ে মতভেদ আছে। এক পক্ষ বলেন ঈশ্বর নিত্য জ্ঞানবান। তার জ্ঞানের দ্বারাই জীবাত্মা ও অন্যান্য দ্রব্য থেকে তার ভেদ সিদ্ধ হতে পারে।

অপর পক্ষ বলেন, ঈশ্বরেও ভেদ স্বীকার করতে হবে কেননা নিত্যজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের জীবাত্মা হতে ব্যাবৃত্তি হতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে নিত্যজ্ঞানটি কি জ্ঞানত্বরূপে জীবাত্মা হতে ঈশ্বরের ব্যাবর্তক অথবা নিত্যত্ববিশিষ্ট

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জ্ঞানত্বরূপে জীবাত্মা হতে ঈশ্বরের ব্যাবর্তক। প্রথম বিকল্পটি সম্ভব নয় যেহেতু জ্ঞানত্ব জীবের জ্ঞানেও আছে কিন্তু তাতে ঈশ্বরেতরের ভেদ নেই বলে ব্যভিচার হয়ে যাবে। আবার নিত্যত্ববিশিষ্ট জ্ঞানত্বরূপে নিত্যজ্ঞানও ঈশ্বরের ব্যাবর্তক হবে না। কেননা নিত্যত্ববিশিষ্ট জ্ঞানত্বটি নিত্যত্বঘটিত বলে উপাধি আর উপাধিরূপে নিত্যজ্ঞান ব্যাবর্তক হতে পারে না। সুতরাং এই যুক্তিতে ঈশ্বরেও বিশেষ স্বীকার করতে হবে। "ঈশ্বরস্বেতরভিন্ন বিশেষবত্ত্বাৎ"[২৯] - অর্থাৎ ঈশ্বর নিজের ইতর থেকে ভিন্ন যেহেতু তাতে বিশেষ আছে। এইভাবে বিশেষের দ্বারাই ঈশ্বরনিষ্ঠ ভেদানুমিতি সিদ্ধ হয়ে থাকে। ন্যায়বৈশেষিক আকাশ, কাল, দিকে বিশেষ স্বীকার করে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় যে আকাশ, কাল, দিকে অনর্থকভাবে বিশেষ স্বীকারের প্রয়োজন কী? এর উত্তরে বলা হয়েছে - আকাশে 'শব্দ' হল একটি বিশেষ গুণ, যা কাল এবং দিকে থাকে না, ফলে 'শব্দ' এই বিশেষ গুণের দ্বারা কাল ও দিক হতে আকাশের ভেদসিদ্ধি হতে পারবে কিন্তু কাল ও দিক তো সমানগুণধর্মবিশিষ্ট। কাল ও দিকে সত্তা ও দ্রব্যত্ব ধর্ম থাকে, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ - এই পাঁচটি গুণ থাকে। সুতরাং কাল ও দিকের পারস্পরিক ভেদসিদ্ধির জন্য বিশেষ স্বীকার আবশ্যক।

তবে ন্যায়বৈশেষিক বলেন, আকাশে বিশেষ স্বীকার করা হয়েছে অন্য কারণে। আমরা জানি, আকাশে শব্দের সমবায়িকারণ ফলে আকাশে শব্দের সমবায়িকারণতা আছে। আর অবচ্ছেদক ধর্ম স্বীকার না করলে কারণতা উপপন্ন হয় না। যেহেতু 'কারণতা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্না'[৩০] - এইরূপ নিয়ম মানা হয়। এখন আকাশে শব্দসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক কি হবে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- আকাশে একত্বসংখ্যা, একপৃথক্ত্ব, পরমমহৎপরিমাণ - এই তিনটি গুণ থাকে। এই তিনটির কোন একটিকে অবচ্ছেদক ধর্মরূপে গ্রহণ করার পক্ষে কোন অনুকূলযুক্তি নেই, আবার, তিনটিকেই যদি অবচ্ছেদক ধর্মরূপে গ্রহণ করা হয় তবে গৌরব অবশ্যম্ভাবী। তাই লাঘব যুক্তিতে আকাশে শব্দসমবায়ীকারণতার অবচ্ছেদকরূপে আকাশে বিশেষকে স্বীকার করা হয়।

Reference:

১. উদয়নাচার্য, কিরণাবলী, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯০, পৃ. ২৪১
২. বৈঃ সূঃ ১/২/৬, মন্ডল, প্রদ্যোতকুমার, বৈশেষিক দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স্ কলকাতা, জুন, ২০০৪
৩. প্রশস্তপাদাচার্য, প্রশস্তপাদভাষ্য (প্রথম ভাগ), দন্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম (সম্পাঃ), আদ্যাপীঠ বালক আশ্রম, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০৭, পৃ. ২৩০
৪. Praśastapāda, Praśastapādabhāsyam with Comm. Setu, Padmanabhāmiśra and Vyombati, Vyom śivacharyya Chowkhambha Sanskrit Series-Vidyavilas Press, Benares, 1924, p. 56
৫. প্রশস্তপাদাচার্য, প্রশস্তপাদভাষ্য (প্রথম ভাগ), দন্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম (সম্পাঃ), আদ্যাপীঠ বালক আশ্রম, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০৭, পৃ. ২৪০
৬. ঐ, পৃ. ২৪০
৭. ঐ, পৃ. ২৩৭
৮. ঐ, পৃ. ২৩৮
৯. ঐ, পৃ. ২৩০
১০. Praśastapāda, Praśastapādabhāsyam, Vindhyeswari Prasad Dvivedi (Ed:), Chowkhamba Krishnadas Academy, Varanasi, 1919, p. 24
১১. উদয়নাচার্য, কিরণাবলী, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯০, পৃ. ২৪৩
১২. মিশ্র, শ্রীকেশব, তর্কভাষা, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৩৫৫

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 914 - 921
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৩. Prasastapāda, Prasastapādabhāsyam with Nyāyakandali, Śridhar Bhatta (Ed:), with hindi translation by Durgadhar jha, Benares Sanskrit Visvavidyalaya, Benares, 1963, p. 757
১৪. Vallabhacārya, Nyāya Lilāvati, with the commentaries of Vardhamānopadhyāy, Śankara misra and Bhagiratha Thakkura, The Chowkhambha Sanskrit Series office, Varanasi, 1934, p. 757
১৫. Śivaditya, Saptapadārthi, Amrendra Mohan Tarkatirtha and Narendra Chandra bagchi Vedantatirtha, Metropoliton Printing and Publishing House, Kolkata, 1934, p. 17
১৬. ঐ, পৃ. ৫১
১৭. আচার্য্য বরদরাজ, তার্কিকরক্ষা, পন্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ (সম্পাঃ), বারাণসী মেডিকেল যন্ত্রালয়, বারাণসী, ১৯০৩, পৃ. ১৫৬
১৮. মিশ্র, শ্রীকেশব, তর্কভাষা, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৩৫৪
১৯. শ্রীমৎ অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহ, দীপিকাটীকা সহকৃত, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (অনুঃ), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯০, পৃ. ৫২
২০. ঐ, পৃ. ৫২
২১. Annaṃbhatta, Tarkasaṃgraha with padakritya, Shesharaj Sharma, Benares Chowkhambha Shurabharati Prakashan, Benares, 1977, p. 92
২২. শ্রীমৎ অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহ, দীপিকাটীকা সহকৃত, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (অনুঃ), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯০, পৃ. ৫২
২৩. বিশ্বনাথ, ভাষাপরিচ্ছেদ, শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী (অনুঃ), মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৩
২৪. ঐ, পৃ. ৬৩, ৬৪
২৫. ঐ, পৃ. ৬৫
২৬. জগদীশ তর্কলঙ্কার, প্রশস্তপাদভাষ্যম, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী, ১৯২৪, পৃ. ৫৯
২৭. মিশ্র, শ্রীকেশব, তর্কভাষা, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৩৫৮
২৮. জগদীশ তর্কলঙ্কার, প্রশস্তপাদভাষ্যম, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী, ১৯২৪, পৃ. ৫৮
২৯. প্রশস্তপাদাচার্য, প্রশস্তপাদভাষ্য (প্রথম ভাগ), দন্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম (সম্পাঃ), আদ্যাপীঠ বালক আশ্রম, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০৭, পৃ. ২৩৬
৩০. শ্রীমৎ অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহ, দীপিকাটীকা সহকৃত, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (অনুঃ), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯০, পৃ. ৭২